সমকাল

তারিখ 14 JUN 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

# ভাড়ায় শিক্ষক ভাড়ায় রোগী

■ নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

সাভারের আশুলিয়ায় নাইটিংগেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পর্যাপ্ত শিক্ষক কিংবা রোগী না থাকায় শুধু পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও বোর্ডকে দেখানোর জন্য চুক্তিতে শিক্ষক ভাড়া করে নিয়ে আসত কলেজ কর্তৃপক্ষ। এমনকি সুস্থ লোকজনকে ভাড়া করে রোগী হিসেবে সাজিয়ে রাখা হতো ওই হাসপাতালে। গতকাল সোমবার সরেজমিন নাইটিংগেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে এ তথ্য জানা যায়। মেডিকেল কলেজ পরিচালনার নীতিমালা ভঙ্গ করায় নাইটিংগেল মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধের ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

## ভাড়ায় শিক্ষক ভাড়ায় রোগী

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

নির্দেশ দিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। রোববার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের নীতিমালা-সংক্রান্ত এক সভায় তিনি এ নির্দেশ দেন।

এদিকে নাইটিংগেল মেডিকেল কলেজের তিন শতাধিক শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানটি বন্ধের প্রতিবাদে রোববার রাতেই ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ ও অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন। এ সময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা নূর ইমাম মেহেদী নামে এক প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে মারধর করে অবরুদ্ধ করে রাখেন।

খবর পেয়ে আশুলিয়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের শান্ত করতে ব্যর্থ হয়ে ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান নেয়। পরে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হুমায়ুন জামান চৌধুরী রোববার রাতেই ক্যাম্পাসে এসে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় বসার চেষ্টা করেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা তাকেও অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে।

গতকাল সরেজমিন আশুলিয়ার সরকার মার্কেট এলাকার নাইটিংগেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে জানা যায়, মেডিকেল কলেজের নীতিমালা অনুযায়ী কলেজ পরিচালনা করা তো দূরের কথা, বিএমডিসির অনুমোদন ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছিল এ মেডিকেল কলেজ। পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই কলেজে। অনেক বিভাগে কোনো শিক্ষকই নেই। এ ছাড়াও মেডিকেল কলেজের জন্য যেসব যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তার কিছুই নেই এখানে।

শিক্ষার্থীদের ভর্তির সময় প্রসপেক্টাসে কলেজের যেসব সুযোগ-সুবিধার কথা উল্লেখ ছিল বাস্তবে এসব কিছুর ছোঁয়াও পড়েনি গত কয়েক বছরে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা করে তাদের ভর্তি করানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তারা।

হাসনাত নামে এক শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন, ভর্তির সময় নাইটিংগেল কলেজের হাসপাতালে ৪০০ বেডের উল্লেখ থাকলেও পরে সেটা কমে ২০০ বেড হয়ে যায়। তবে বেড থাকলেও দিনে মাত্র দু'একজন রোগী ভর্তি হন এ হাসপাতালে। এতে রোগী স্বল্পতার কারণে তাদের ৪০০ শিক্ষার্থী ইন্টার্নি করতে পারতেন না। রবিন নামে অপর এক শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন, পরীক্ষার সময় কলেজের প্রশাসনিক কর্মকর্তা বিভিন্ন টালবাহানা করে তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতেন। অনেকেরই এ কলেজ থেকে পরীক্ষা শেষ করার পর ইন্টার্নিও শেষ হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত বিএমডিসির কোনো রেজিস্ট্রেশন না পাওয়ায় কোথাও যোগ দিতে পারেননি অনেকে। এ ছাড়া স্টুডেন্ট ভিসা না দিয়ে টুরিস্ট ভিসার মাধ্যমে বিদেশি শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশে এনে অবৈধভাবে কলেজে ভর্তির মাধ্যমে তাদের সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতারণা করত বলে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন।

নাইটিংগেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক হুমায়ুন আজাদ বলেন, কলেজের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধের বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কোনো লিখিত নির্দেশনা এখনও পাইনি। তবে কী সমস্যার কারণে এ ধরনের নির্দেশনা দেওয়া হলো তা চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করা হবে। তিনি জানান, এ বিষয়ে তাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আলোচনা চলছে। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আশুলিয়া থানার ওসি মোহসিনুল কাদির বলেন, শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন– এমন খবর পেয়ে গতকাল সোমবার রাত থেকেই ওই কলেজের ভেতরে পুলিশ সদস্যরা অবস্থান করছেন। এ ছাড়াও যে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে।